ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজে ভর্তি
কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট
২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম
[চার বছর মেয়াদি]

ভর্তি-নির্দেশিকা

পরীক্ষার তারিখ	**১০ মে ২০২৪ শুক্রবার**
আবেদনের সময়সীমা	**২১ মার্চ ২০২৪ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৪**
পরীক্ষার সময়	**সকাল ১১:০০ টা থেকে ১২:০০ টা পর্যন্ত**
পরীক্ষায় ব্যাপ্তি	**১ ঘণ্টা**
পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ	**সকাল ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজ অর্থাৎ (১) ঢাকা কলেজ ; (২) সরকারি তিতুমীর কলেজ ; (৩) ইডেন মহিলা কলেজ ; (৪) বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ ; (৫) কবি নজরুল সরকারি কলেজ ; (৬) সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ এবং (৭) সরকারি বাঙলা কলেজ-এর কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটভুক্ত বিভাগসমূহে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য **২০২৩ সালে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পর্যায়ে মানবিক শাখা থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই কেবল আবেদন করতে পারবে**।

ইডেন মহিলা কলেজ এবং বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের আসনসমূহ শুধু ছাত্রীদের এবং ঢাকা কলেজের আসনসমূহ শুধু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এছাড়া সরকারি তিতুমীর কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ এবং সরকারি বাঙলা কলেজে ছাত্র-ছাত্রী উভয়েই ভর্তি হতে পারবে। উপর্যুক্ত কলেজসমূহের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান শাখার বিভাগসমূহে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি কার্যক্রম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। সংশ্লিষ্ট ডিগ্রিসমূহের সনদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদান করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনো সুবিধা ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

উপর্যুক্ত কলেজসমূহের বিভিন্ন বিভাগে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা ছকে উল্লেখ করা হলো :

অধিভুক্ত কলেজসমূহের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের আসন সংখ্যা

কলেজ, কলেজ কোড ও ঠিকানা	ভর্তিযোগ্য বিষয়সমূহ	মেধায় আসন সংখ্যা	বিভিন্ন কোটায় আসন সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যা
ঢাকা কলেজ (১৮৪১) মিরপুর রোড, নিউ মার্কেট, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫	বাংলা	১৪৭	১৩	১৬০
	ইংরেজী	১৭৭	১৫	১৯২
	ইতিহাস	১৬৬	১৪	১৮০
	দর্শন	১৩২	১২	১৪৪
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	৯৬	৮	১০৪
	ইসলামিক স্টাডিজ	৭৪	৬	৮০
	অর্থনীতি	১৭৩	১৫	১৮৮
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৯৫	১৭	২১২
	সমাজবিজ্ঞান	১৮৪	১৬	২০০
	ভূগোল ও পরিবেশ	২৯	৩	৩২
	মনোবিজ্ঞান	২৯	৩	৩২
	পরিসংখ্যান	৬	৩	০৯
	গণিত	১০	১	১১
	ব্যবস্থাপনা	১৪	১	১৫
	হিসাববিজ্ঞান	১৪	১	১৫
কবি নজরুল সরকারি কলেজ (১৮৭৪) লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০	বাংলা	১১০	১০	১২০
	ইংরেজী	১৪৭	১৩	১৬০
	ইতিহাস	১১০	১০	১২০
	দর্শন	৮৮	৮	৯৬
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১১০	১০	১২০
	ইসলামিক স্টাডিজ	১৪৭	১৩	১৬০

কলেজ, কলেজ কোড ও ঠিকানা	ভর্তিযোগ্য বিষয়সমূহ	মেধায় আসন সংখ্যা	বিভিন্ন কোটায় আসন সংখ্যা	মোট আসন সংখ্যা
	অর্থনীতি	১১০	১০	১২০
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১১০	১০	১২০
	আরবি	৭৪	৬	৮০
	ভূগোল ও পরিবেশ	৩০	৩	৩৩
	গণিত	০৬	০	০৬
	ব্যবস্থাপনা	১৪	১	১৫
	হিসাববিজ্ঞান	১৪	১	১৫
	মার্কেটিং	০২	০	০২
	ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	০২	০	০২
সরকারি বাঙলা কলেজ (১৯৬২) মিরপুর -১, ঢাকা-১২১৬	বাংলা	১৬২	১৪	১৭৬
	ইংরেজী	১৩২	১২	১৪৪
	ইতিহাস	৮৮	৮	৯৬
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	৮১	৭	৮৮
	ইসলামিক স্টাডিজ	৭৪	৬	৮০
	অর্থনীতি	১০৩	৯	১১২
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৮০	১৬	১৯৬
	সমাজকর্ম	১০৭	৯	১১৬
	ভূগোল ও পরিবেশ	১২	১	১৩
	গণিত	০৮	১	০৯
	ব্যবস্থাপনা	১৭	১	১৮
	হিসাববিজ্ঞান	১৭	১	১৮
	মার্কেটিং	০৬	০	০৬
	ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	০৬	০	০৬

সরকারি তিতুমীর কলেজ (১৯৬৮) বীর উত্তম এ কে, খন্দকার রোড, মহাখালি, ঢাকা-১২১৩	বাংলা	২২৮	২০	২৪৮
	ইংরেজী	২৬৯	২৩	২৯২
	ইতিহাস	১৫৫	১৩	১৬৮
	দর্শন	১৮৪	১৬	২০০
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১৯১	১৭	২০৮
	ইসলামিক স্টাডিজ	১০৭	৯	১১৬
	অর্থনীতি	২৮০	২৪	৩০৪
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	২৯৪	২৬	৩২০
	সমাজবিজ্ঞান	১৭৩	১৫	১৮৮
	সমাজকর্ম	১৭৩	১৫	১৮৮
	ভূগোল ও পরিবেশ	১৭	১	১৮
	মনোবিজ্ঞান	১৭	১	১৮
	পরিসংখ্যান	০৪	০	০৪
	গণিত	১৪	১	১৫
	ব্যবস্থাপনা	২১	২	২৩
	হিসাববিজ্ঞান	২২	২	২৪
	মার্কেটিং	১২	১	১৩
	ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	১২	১	১৩
সরকারি শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলেজ (১৯৭২) লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০	বাংলা	৮১	৭	৮৮
	ইংরেজী	৮১	৭	৮৮
	দর্শন	৭৪	৬	৮০
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	৮৮	৮	৯৬
	ইসলামিক স্টাডিজ	৭৪	৬	৮০
	অর্থনীতি	১১০	১০	১২০
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১২৫	১১	১৩৬
	সমাজকর্ম	১২৫	১১	১৩৬
	ভূগোল ও পরিবেশ	২৩	২	২৫
	গণিত	০৬	০	০৬

	ব্যবস্থাপনা	০৯	১	১০
	হিসাববিজ্ঞান	০৯	১	১০
ইডেন মহিলা কলেজ (১৮৭৩) আজিমপুর, লালবাগ, ঢাকা-১২০৫	বাংলা	১৬৯	১৫	১৮৪
	ইংরেজী	২২১	১৯	২৪০
	ইতিহাস	১৭৭	১৫	১৯২
	দর্শন	১৪০	১২	১৫২
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	১৭৭	১৫	১৯২
	ইসলামিক স্টাডিজ	১০৩	৯	১১২
	অর্থনীতি	২১৩	১৯	২৩২
	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	২২১	১৯	২৪০
	সমাজবিজ্ঞান	২০৬	১৮	২২৪
	সমাজকর্ম	১৯৯	১৭	২১৬
	ভূগোল ও পরিবেশ	৩৯	৩	৪২
	মনোবিজ্ঞান	৩২	৩	৩৫
	পরিসংখ্যান	০৩	০	০৩
	গার্হস্থ অর্থনীতি	২৮	২	৩০
	গণিত	০৯	১	১০
	ব্যবস্থাপনা	১৫	১	১৬
	হিসাববিজ্ঞান	১৫	১	১৬
	মার্কেটিং	১০	১	১১
	ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	০৮	১	০৯
বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ (১৯৪৮) ৭, বক্শী বাজার, ঢাকা-১২১১	বাংলা	৭৪	৬	৮০
	ইংরেজী	৫৯	৫	৬৪
	ইতিহাস	৩৭	৩	৪০
	দর্শন	৪৪	৪	৪৮
	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	৪৪	৪	৪৮
	ইসলামিক স্টাডিজ	৩৭	৩	৪০
	অর্থনীতি	১২১	১১	১৩২

	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	৬৩	৫	৬৮
	সমাজবিজ্ঞান	৬৬	৬	৭২
	সমাজকর্ম	৯৯	৯	১০৮
	ভূগোল ও পরিবেশ	১৮	২	২০
	মনোবিজ্ঞান	১৮	২	২০
	গার্হস্থ্য অর্থনীতি	১৮	২	২০
	গণিত	০৩	০	০৩
	ব্যবস্থাপনা	০৩	০	০৩
	হিসাববিজ্ঞান	০৩	০	০৩
	মোট =	**৯১৮৩**	**৭৯৮**	**৯৯৮১**

বিঃ দ্রঃ কোটায় আসন পূরণ না হলে মেধা তালিকা থেকে আসন পূরণ করা হবে। একইভাবে কোনো বিষয়ে আসন পূরণ না হলে অন্য ইউনিট থেকে পূরণ করা যাবে।

প্রাথমিক আবেদনপত্র

১. কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের অধীনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত উপর্যুক্ত সাত কলেজে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য **২১ মার্চ ২০২৪ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২৪** অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

২. অনলাইনে ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের জন্য আবেদনকারীর করণীয় :

ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজে ভর্তির ওয়েবসাইটে (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) ভর্তির সাধারণ নির্দেশাবলি থাকবে। আবেদনকারী উক্ত ওয়েব সাইটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সরকারি সাত কলেজের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট-এর ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকা, নোটিশ এবং লিংকসমূহ দেখতে পাবে। আবেদন করার পূর্বে ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ ভালো করে পড়তে হবে।

খ) **আবেদন ফি পরিশোধ করার পদ্ধতি :** ভর্তি-পরীক্ষার ফি ৮০০.০০ (আটশত) টাকা। আবেদনকারীকে দেশের চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের (সোনালী, জনতা, রূপালী ও অগ্রণী) যেকোনো শাখায় অথবা অনলাইনে ডেবিট / ক্রেডিট কার্ড, অথবা মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসের (বিকাশ/নগদ/রকেট ইত্যাদি) মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে। আবেদন ও ফি জমার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উল্লিখিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

গ) অনলাইনে ভর্তির ফরম পূরণ

ভর্তির আবেদন (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করা যাবে। ভর্তির আবেদনের জন্য শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক / সমমান এবং উচ্চ মাধ্যমিক / সমমানের তথ্য, বর্তমান ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর, মাতা / পিতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (ঐচ্ছিক), কোটা বিষয়ক তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং স্ক্যান করা একটি ছবির প্রয়োজন হবে।

ঘ) আবেদনকারী শিক্ষার্থী ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোডের তারিখ জেনে নিতে পারবে।

ঙ) প্রবেশপত্রে ভর্তি-পরীক্ষার রোল নম্বর ও সিরিয়াল নম্বর থাকবে। প্রবেশপত্রের নির্দেশাবলিতে উল্লেখিত কাগজপত্র নিয়ে আবদেনকারীকে ভর্তি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

চ) এ-লেভেল / সমমান, ও-লেভেল / সমমান বিদেশি পাঠ্যক্রমে বা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সমতা নিরূপণের জন্য (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) ওয়েবসাইটে গিয়ে "সমমান আবেদন" বা "Equivalence Application" মেনুতে আবেদন করে তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। সমতা নিরূপণের পর প্রাপ্ত "Equivalence ID" ব্যবহার করে অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতো তারা একই ওয়েবসাইটে লগইন করে ভর্তি-পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে যারা ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমতা নিরূপণ করেছেন তাদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা

৩. প্রার্থীকে ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক বা সমমান এবং ২০২৩ সালের বাংলাদেশের যে-কোনো শিক্ষা বোর্ডের মানবিক শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক অথবা মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম (জেনারেল অথবা মানবিক শাখায়) অথবা IAL / A-Level অথবা সমমানের বিদেশি ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (বা সমমানের) পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ-দ্বয়ের যোগফল ন্যূনতম ৬.০ হতে হবে। IGCSE / O-Level এবং IAL / A-Level অথবা সমমানের বিদেশি সার্টিফিকেটধারীদের ক্ষেত্রে সমতা নিরূপণকৃত গ্রেড গণনা করতে হবে। এছাড়া প্রার্থী যে বিভাগে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ওই বিভাগের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ করতে হবে।

৪. যে-সকল প্রার্থী ২০১৮ অথবা তার পরে অনুষ্ঠিত IGCSE / O-Level পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অন্তত ৫ বিষয়ে এবং ২০২৩ সালে IAL / A-Level পরীক্ষার প্রকাশিত ফল-এ অন্তত দুটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে (IGCSE / O-Level এবং IAL / A-Level-এর সর্বশেষ পরীক্ষার সনদ অনুসারে উক্ত পরীক্ষার পাশের বছর হিসেবে ধরা হবে) এবং উপর্যুক্ত ৭টি বিষয়ের মধ্যে যারা ৪টি বিষয়ে অন্তত C গ্রেড, অপর ৩টি বিষয়ে অন্তত D গ্রেড পেয়েছে তাদেরকে এবং অন্যান্য বিদেশি ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীগণকে ভর্তি-পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

O-Level এবং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরূপ হবে :

A=5.0 B=4.0 C=3.5 D=3.0

ভর্তি-পরীক্ষা

৫. ক) ভর্তিচ্ছু এবং যোগ্য সকল প্রার্থী 'কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান' ইউনিটের ভর্তি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

খ) ভর্তি-পরীক্ষা ১০ মে ২০২৪ তারিখ শুক্রবার, সকাল ১১:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময় ১ ঘণ্টা।

গ) ভর্তি-পরীক্ষা এমসিকিউ (MCQ) পদ্ধতিতে হবে। মোট ১০০টি প্রশ্নের জন্য পূর্ণমান হবে ১০০।

ঘ) **ভর্তি-পরীক্ষা ও ভর্তিচ্ছুদের করণীয়**

- মোট ১০০ নম্বরের ভর্তি-পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান— এই তিনটি বিষয়ে ১০০টি প্রশ্ন থাকবে। ভর্তি-পরীক্ষার প্রশ্ন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ২০২৩ সালের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী হবে। উল্লিখিত তিন বিষয়ের নম্বর বণ্টন নিম্নরূপ :

  বাংলা— ২৫ ; ইংরেজি— ২৫ ; সাধারণ জ্ঞান— ৫০ ; বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পঠিত সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, ভূগোল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন থাকবে।

- যারা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা পড়েনি কেবল তারাই বাংলার পরিবর্তে Elective English-এর উত্তর দেবে।

- উত্তরপত্রের উপরিভাগে প্রার্থীর নাম, পিতার নাম ও মাতার নাম যেভাবে ইংরেজিতে ভর্তি-পরীক্ষার প্রবেশপত্রে আছে ঠিক সেভাবে লিখতে হবে।

- পরীক্ষার উত্তরপত্র (একটি OMR শিট) বিশ্ববিদ্যালয় সরবরাহ করবে। অতিরিক্ত কোনো শিট দেওয়া হবে না। সরবরাহকৃত উত্তরপত্রেই (OMR Sheet-এ) প্রশ্নের উত্তর বৃত্ত পূরণ করে চিহ্নিত করতে হবে।

- **প্রার্থী কোনো অবস্থাতেই মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, বই ও কাগজপত্র (প্রবেশপত্র ছাড়া), যে-কোনো ইলেকট্রোনিক ডিভাইস সংবলিত ঘড়ি ও কলম, ভিসা / মাস্টার কার্ড / এটি এম কার্ড ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না।**

- ভর্তি-পরীক্ষার ১০০ নম্বরের মধ্যে পাস নম্বর ৪০। যারা ৪০-এর কম পাবে তাদেরকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে না। যারা ইংরেজি অথবা বাংলা বিষয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ভর্তি-পরীক্ষায় তাদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ১০ নম্বর পেতে হবে। কেবল 'গ' ও 'ঘ' গুচ্ছভুক্ত (পৃ. ১০) বিষয়সমূহে ভর্তি হতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমমান পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যূনতম ৪০% নম্বর থাকতে হবে। উচ্চ মাধ্যমিক / সমমান পর্যায়ে গণিত বিষয় থাকলে পরিসংখ্যান এবং গণিত বিষয়ে ভর্তি হওয়া যাবে। অর্থনীতি বিভাগ ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সকল বিভাগের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গণিত/অর্থনীতি থাকতে হবে।

  ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে যারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তাদেরকে দাখিল / আলিম / উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলাম শিক্ষা / আরবি থাকতে হবে।

  আরবি বিষয়ে যারা ভর্তি হতে ইচ্ছুক তাদেরকে দাখিল পরীক্ষায় আরবি বিষয়ে ন্যূনতম 'বি' গ্রেড থাকতে হবে।

- ভর্তি-পরীক্ষার ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে বিস্তারিত আসন বিন্যাস ভর্তির ওয়েবসাইটে (https://collegeadmission.eis.du.ac.bd) দেখা যাবে। এছাড়া আবেদনকারী প্রবেশপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী এসএমএস-এর মাধ্যমে নিজ নিজ আসনবিন্যাস জানতে পারবে।

- **পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই ১০:৩০ মিনিটের পূর্বে পরীক্ষার হলে নিজ আসন গ্রহণ করতে হবে।**

মেধাস্কোর ও মেধাক্রম

৬. ক) মোট ১২০ নম্বরের (MCQ : ১০০, মাধ্যমিক / সমমান : ১০, উচ্চ মাধ্যমিক / সমমান : ১০) ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি করা হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক / সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে ২ দিয়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক / সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে ২ দিয়ে গুণ করে এই দুইয়ের যোগফল ১০০ নম্বরের MCQ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ১২০ নম্বরের ওপর পরীক্ষার্থীর মেধাস্কোর তৈরি করা হবে।

খ) দুই বা ততোধিক প্রার্থীর মেধাস্কোর অভিন্ন হলে ভর্তি-পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে স্কোর সমান পাওয়া গেলে প্রার্থীদের ভর্তি-পরীক্ষায় বাংলা / প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Elective English এবং ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বরের গড়ের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারিত হবে। এরপরও স্কোর সমান হলে পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে :

ক) উচ্চ মাধ্যমিক / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA ৪র্থ বিষয় ব্যতীত ;
খ) উচ্চ মাধ্যমিক / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA ৪র্থ বিষয়সহ ;
গ) মাধ্যমিক / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA ৪র্থ বিষয় ব্যতীত ;
ঘ) মাধ্যমিক / সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত GPA ৪র্থ বিষয়সহ ; এবং
ঙ) পর্যায়ক্রমে উল্লিখিত মানদণ্ডসমূহ প্রয়োগ করে যদি প্রার্থীদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা না যায় তাহলে কর্তৃপক্ষ অন্য যথার্থ মানদণ্ড প্রয়োগ করে ক্রম নির্ধারণ করবেন ; প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই অতিরিক্ত সংখ্যক মানদণ্ড সমভাবে প্রয়োগ করা হবে।

গ) O-Level এবং A-Level পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের গ্রেড পয়েন্ট নিম্নরূপ প্রক্রিয়ায় জিপিএ হিসাব করা হবে: A = ৫.০ B = ৪.০ C = ৩.০ D = ২.০

ঘ) যারা ভর্তি-পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকবে অথবা ৪০-এর কম নম্বর পাবে তাদের মেধাস্কোর হিসাব করা হবে না।

৭. মেধাস্কোরের ভিত্তিতে নির্ণীত মেধাক্রম অনুযায়ী উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধা তালিকা ও ফল ভর্তি-পরীক্ষার পর ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে ভর্তির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া এসএমএস-এর মাধ্যমে ফল জানা যাবে।

৮. মেধাতালিকা প্রকাশের তারিখ থেকে ৫ কার্যদিবসের মধ্যে জনতা ব্যাংক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় ১০০০/- টাকা নিরীক্ষা ফিস জমা দিয়ে জমার রশিদসহ 'কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট প্রধান (ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সমীপে আবেদন করে প্রার্থীর উত্তরপত্র নিরীক্ষা করানো যাবে। নিরীক্ষার ফলে প্রার্থীর অর্জিত নম্বরের পরিবর্তন ঘটলে নিরীক্ষা ফি ফেরৎ দেওয়া হবে এবং মেধাতালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেওয়া হবে।

কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটভুক্ত বিভাগসমূহ

৯. কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের মাধ্যমে মানবিক শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিভাগগুলোতে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে এবং যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনে ভর্তি হতে পারবে।

ক-গুচ্ছ : কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ

১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. আরবি ৪. ইতিহাস ৫. দর্শন
৬. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৭. ইসলামিক স্টাডিজ

খ-গুচ্ছ : সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ

১. অর্থনীতি ২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩. সমাজবিজ্ঞান ৪. সমাজকর্ম

গ-গুচ্ছ : বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ

১. ভূগোল ও পরিবেশ ২. মনোবিজ্ঞান ৩. পরিসংখ্যান ৪. গণিত ৫. গার্হস্থ্য অর্থনীতি

ঘ-গুচ্ছ : বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ

১. ব্যবস্থাপনা ২. হিসাববিজ্ঞান ৩. মার্কেটিং ৪. ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং

ভর্তি-প্রক্রিয়া

১০. ভর্তি-পরীক্ষায় পাসকৃত শিক্ষার্থীরা মেধাক্রম অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অধিভুক্ত সাত কলেজে ভর্তি হতে পারবে । ভর্তি-পরীক্ষায় পাসকৃত শিক্ষার্থীগণ নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে অনলাইনে প্রদত্ত 'চয়েস ফরম' (Choice-form)-এ তাদের মনোনীত বিষয় ও কলেজের নাম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কলেজের বিভাগসমূহে যোগাযোগ করে ভর্তি-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। চূড়ান্তভাবে ভর্তির জন্য মনোনীত প্রার্থীর ক্ষেত্রে মাধ্যমিক / সমমান ও উচ্চ মাধ্যমিক / সমমান-এর মূল নম্বরপত্র জমা রাখা হবে।

১১. কোনো প্রার্থী অন্যের ছবি / নম্বরপত্র ব্যবহার করলে অথবা অন্য যেকোনো অসদুপায় অবলম্বন করলে তার পরীক্ষা বাতিল এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২. পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের রিপোর্ট থাকলে প্রার্থীর পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩. ভর্তি-প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে এমনকি ভর্তি-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরও ভর্তির জন্য প্রদত্ত তথ্যাদিতে যদি কোনো ভুল ধরা পড়ে অথবা যদি দেখা যায় যে, প্রার্থীর ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা নেই, তাহলে প্রার্থীর ভর্তি-পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি / মনোনয়ন বাতিল করা যাবে।

১৪. ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে ভর্তি ফরমের সঙ্গে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সর্বশেষ যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠান-প্রধানের প্রশংসাপত্র জমা দিতে হবে। তাছাড়া অভিভাবকের বাৎসরিক আয়ের সনদ ও জমা দিতে হবে।

১৫. কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীর জ্ঞাতব্য ও করণীয় :
ভর্তি-পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে, প্রার্থী অনলাইনে যে কোটার ঘর পূরণ করেছে তাকে সে কোটার যোগ্যতার প্রমাণপত্র, ভর্তি-পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং পূরণকৃত চয়েজ ফরম-এর প্রিন্ট কপি কলা অনুষদের ডিন অফিসে জমা দিতে হবে।
ওয়ার্ড, উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি, বাক, শ্রবণ, শারীরিক ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারড), হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি/নাতনি এবং খেলোয়াড় কোটা (শুধু বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "বিকেএসপি" থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী) ভুক্ত প্রার্থীদের ভর্তির জন্য ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম পাশ নম্বর পেতে হবে। এছাড়া বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দেশিকায় উল্লেখিত শর্তাবলি বহাল থাকবে।

i) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি/নাতনি ৫% আসনে ভর্তি করা হবে।
ii) উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রার্থীদের জন্য ১.০% আসনে ভর্তি করা হবে।
iii) হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় ১.০% আসনে ভর্তি করা হবে।
iv) প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ১.০% আসন বরাদ্দ রয়েছে।
v) খেলোয়াড় কোটায় শুধু বিকেএসপি থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয় বণ্টন করা হবে।
vi) ট্রান্সজেন্ডার / হিজড়া সম্প্রদায় ভুক্ত প্রার্থী ভর্তিতে বিশেষ বিবেচনা প্রাপ্য হবেন। কেবল জন্মগত ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যের অধিকারী শিক্ষার্থীরা ট্রান্সজেন্ডার / হিজড়া কোটায় ভর্তির আবেদন করতে পারবে। ট্রান্সজেন্ডার / হিজড়া কোটা শনাক্তকরণে সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত হিজড়া (গেজেট নং সকম/কর্ম-১শা/হিজড়া-১৫-২০১৩-৪০) পরিচয়পত্র অবশ্যই দাখিল করতে হবে।
সংশ্লিষ্ট সাত কলেজের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর ওয়ার্ড কোটা (কেবল ছেলে/মেয়ে/স্বামী/স্ত্রী) উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি, বাক, শ্রবণ, শারীরিক ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারড), মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি/নাতনি এবং খেলোয়াড় (শুধু বিকেএসপি থেকে এইচ,এস,সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী) কোটায় ভর্তি প্রার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট

ইউনিটের ভর্তি-পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কলা অনুষদের ডিন অফিস থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদর্শনপূর্বক নির্ধারিত ফরমের প্রিন্ট কপি জমা দিতে হবে। কোটার ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত সনদপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

* ওয়ার্ড কোটার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাত কলেজের অধ্যক্ষ / ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের প্রত্যয়নপত্র ;
* উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটার ক্ষেত্রে স্ব-স্ব উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রধান/জেলা প্রশাসকের সনদের সত্যায়িত ফটোকপি ;
* হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় কোটার ক্ষেত্রে হরিজন ও দলিত সম্প্রদায় সংগঠন প্রধানের সনদ ;
* প্রতিবন্ধী কোটার (দৃষ্টি, বাক, শ্রবণ, শারীরিক ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারড) ক্ষেত্রে প্রকৃত সনদ ;
* মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি/নাতনি কোটার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদ অথবা ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অধীনে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত মুক্তিযোদ্ধার সনদ ;
* খেলোয়াড় কোটার বিকেএসপি কর্তৃক প্রদয়ে নম্বরপত্রী ;

উপর্যুক্ত কোটার নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে পূরণ করে যে কোটায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তার প্রত্যয়নপত্র/সনদ/প্রমাণপত্রসহ কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট প্রধানের অফিসে অফিস চলাকালীন জমা দিতে হবে।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/নাতি/নাতনি কোটায় ভর্তি প্রার্থীদের মুক্তিযোদ্ধার সনদ ঠিক কিনা তা কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে যাচাই করার পর ভর্তির অনুমতি প্রদান করবে।

উপাচার্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে ডিনগণের সভায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের মধ্যে বিষয় বণ্টন করা হবে এবং প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে ডিনগণের সভায় ওয়ার্ড, উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, হরিজন ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি, বাক, শ্রবণ, শারীরিক ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারড) ও খেলোয়াড় কোটায় ভর্তিচ্ছু প্রার্থীদের মধ্যে বিষয় বণ্টন করা হবে।

অনলাইনে কোটার নির্দিষ্ট ঘরে ক্লিক না করলে পরবর্তীকালে কোনো অবস্থাতেই কোটার জন্য বিবেচিত হবে না।

১৬. ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মেধার ভিত্তিতে কলেজ/ইনস্টিটিউট ও বিষয় বরাদ্দ দেয়ার সর্বশেষ তারিখ ১৪/০৮/২০২৪ এবং ভর্তির শেষ তারিখ ২২/০৮/২০২৪। কলেজ/ইনস্টিটিউটসমূহে ক্লাস শুরুর তারিখ ০১/০৯/২০২৪।

১৭. ভর্তি সংক্রান্ত নিয়ম-নীতির যেকোনো ধারা ও উপধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজনের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলির জন্য
যোগাযোগের ঠিকানা : ডিনের কার্যালয়
কলা অনুষদ (কলা ভবন)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ৯৬৬১৯০০ এক্স. ৪৩৪৩
Email: artsfaculty1921@gmail.com
deanarts@du.ac.bd